দৈনিক সংবাদ
তারিখ 03 NOV 1990
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

32

আসলে ফেল করেছে কে?

কোন্ পরীক্ষায় কতজন পাস করল সেটা এখন আর খবর নয়। আসল খবর হয়ে উঠেছে কতজন ফেল করল। যত দিন যাচ্ছে, বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষায় ফেলের হার যেন তত বাড়ছে। পাসের হার কমছে।

গত মে-জুন মাসে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন্ বিএসসি (পাস) পরীক্ষার ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ফেলের হার শতকরা ৮৭ ভাগ। পাস করেছে মাত্র ১৩ ভাগ। এদের মধ্যে প্রথম বিভাগ পায়নি কেউ। প্রায় সাড়ে সাত হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে মাত্র ১০৬ জন। ১৫টি কলেজের কোন পরীক্ষার্থী পাস করেনি।

কয়েক মাস আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ছিল গড়ে প্রায় ২৪ শতাংশ। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৩২ শতাংশের কম। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের দু'তৃতীয়াংশেরও বেশী ফেল করেছে।

পাস-ফেলের এই খতিয়ান থেকে একটি প্রশ্ন আসে : ফেল করছে কে? পরীক্ষার্থী, নাকি গোটা শিক্ষাব্যবস্থা? এ প্রশ্ন গভীর বিবেচনার দাবী রাখে।

কয়েক বছরের অর্জিত বিদ্যা যাচাই করা হয় পরীক্ষায়। পরীক্ষায় যদি শতকরা ৮৭ ভাগ পরীক্ষার্থী ফেল করে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরেই গলদ রয়ে গেছে। স্কুল-কলেজে কয়েক বছর ধরে ওরা পড়াশোনা করেছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার দায়িত্ব যদি স্কুল-কলেজে ঠিকভাবে পালন করা হয়, তাহলে পরীক্ষার ফল এমন করুণ দশায় পড়বে কেন?

অন্যান্য পরীক্ষার মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী পরীক্ষায়ও এবার নকলের ধূম পড়েছিল। নকলবিরোধী অভিযানও ছিল বেশ কঠোর। মণকে মণ বস্তাভর্তি নকল বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে উদ্ধার করা হয়। অনেককে বহিষ্কার করা হয়।

কর্তৃপক্ষ এর আগে বলেছেন, কঠোরভাবে নকল প্রতিরোধের জন্যই পাসের হার আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। এ নিয়ে কর্তৃপক্ষ গর্ববোধ করেন।

নকলরোধ সকলেরই কাম্য। বিদ্যা ও জ্ঞানের জগতে নকলনির্ভর ডিগ্রীর কানাকড়ি দামও নেই। নকলবিরোধী অভিযান আরও কঠোর করা হোক, আপত্তি নেই। কিন্তু বিনা নকলে ছাত্রছাত্রীরা যাতে অধীত বিদ্যার জোরে পাশ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই জরাজীর্ণ যে, নকলের ধকল কাটাতে যেয়ে ফেলের সাগরে হাবুডুবু খেতে হয়। শিক্ষাব্যবস্থার এই দারিদ্র্য আমরা ঢাকবো কি দিয়ে?

যদি বলা হয়, আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সবকিছু শিক্ষারই ব্যবস্থা হয়, কেবল বিদ্যা-শিক্ষা ছাড়া—তাহলে হয়ত বাড়িয়ে বলা হবে না। স্কুল-কলেজে কতটুকু পড়াশোনা হয় সেটা আজ বড় কথা নয়, আসল ব্যাপার হয়ে উঠছে প্রাইভেট টুইশনির ব্যবসা। শিক্ষার চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে কোনভাবে একটা ডিগ্রী আদায়। ডিগ্রীর জন্য পিতাও তার সন্তানকে নকলের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে দ্বিধা করেন না। আবার শিক্ষকও টাকার বদলে ছাত্রদের নকল-সুবিধা বিক্রি করেন। এই ডামাডোলে পরীক্ষার্থীরা মিছিল করে নকলের 'অধিকারের' দাবীতে।

আমাদের বিপন্ন শিক্ষাব্যবস্থা আগা সে গোড়া ঝাড়াই বাছাই করা না হলে পাস-ফেলের খতিয়ানে কোন উন্নতি আশা করা যায় না।